দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 1 5 SEP 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

161

শিক্ষাঙ্গন

প্রসঙ্গ ঃ মেহেরপুরে ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র

বিগত তিন বছর যাবত মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন কলেজের স্নাতক (পাস) কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীরা কোন ডিগ্রী লাভ করেনি। এর মধ্যে পর পর দু'বছর পরীক্ষা কেন্দ্রে গোলযোগের কারণে পরীক্ষা অসমাপ্ত থেকে যায় এবং তৃতীয় বছরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মেহেরপুরের ডিগ্রী পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করেন। ফলে মেহেরপুরে ডিগ্রী পরীক্ষার্থীরা কুষ্টিয়া সরকারী কলেজে পরীক্ষা দিতে যায়। কিন্তু সেখানেও গোলযোগ সৃষ্টি হওয়ায় শুধুমাত্র মেহেরপুরের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায়।

ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও লজ্জাজনকও বটে। লজ্জাজনক এই জন্য যে, কিছুসংখক ছাত্র ডিগ্রী পরীক্ষায় ব্যাপক হারে নকলের সুবিধা আদায় করতে গিয়েই গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং কর্তৃপক্ষ সে গোলযোগ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন। ১৯৮৫ সালের ডিগ্রী পরীক্ষা (যা ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত হয়) মেহেরপুর কলেজ কেন্দ্রে শুরু হওয়ার পর থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যাপক হারে নকল করতে থাকে। শিক্ষকরা নকল রোধ করতে গেলে ছাত্রা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাদের সাথে অসদাচরণ করে। ফলে, কর্তৃপক্ষের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগের একটি করে পরীক্ষা বাতিল করেন। এ বছর মাত্র ১১ জন ছাত্র-ছাত্রী ৩য় শ্রেণীতে পাস করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বছরই এই কেন্দ্র বাতিল করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু মেহেরপুরের সচেতন ছাত্র-জনতা ও প্রশাসনের সুপারিশে তা স্থগিত রাখা হয়। ১৯৮৬ সালের পরীক্ষাতেও (যা ১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়) প্রথম দিন থেকেই পরীক্ষায় নকলের হিড়িক পড়ে যায়। এ সময় নকল সরবরাহকারী ও নকলকারী ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হলে মেহেরপুর সরকারী কলেজ চত্বর একটি যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রায় ১৫/২০ রাউণ্ড গুলী বর্ষণ করে। কয়েকজন আহতও হয়। তবু বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারায় অবশেষে মেহেরপুর শহরে বিডিআর মোতায়েন করতে হয়। কিন্তু তারপরও এই পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই কেন্দ্র বাতিল ঘোষণা করলে ১৯৮৭ সালের ডিগ্রী পরীক্ষায় মেহেরপুরের ছাত্র-ছাত্রীরা কুষ্টিয়া সরকারী কলেজে পরীক্ষা দিতে গেলে সেখানেও গোলযোগের সৃষ্টি হলে পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যায়।

পরীক্ষা কেন্দ্রের এই ঘটনা সত্যিই দুঃখজনক। কিন্তু এই ঘটনার জন্য দায়ী কে? কেনই বা বছরের পর বছর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল একই পরীক্ষা কেন্দ্রে? কেনই বা এই ঘটনার সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব হলো না? পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে দিলেই কি পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধান হয়ে যায়? এ প্রশ্ন সকলের এ প্রশ্ন সচেতন ব্যক্তি মাত্রেরই।

সাধারণ ছাত্ররা মেহেরপুর কলেজের ডিগ্রী পরীক্ষায় এই ঘটনার জন্য কলেজ প্রশাসন ও শিক্ষকদের দায়ী করেছে। তাদের মতে, এই কলেজে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই অথচ প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। ফলে, এই কলেজের শিক্ষার মান অতি নিম্নমানের। তাছাড়া এই কলেজ থেকে গত তিন বছরে যারা ডিগ্রী পরীক্ষা দিয়েছে তাদের অধিকাংশই ছিল মেহেরপুর জেলার বাইরের এবং প্রাইভেট পরীক্ষার্থী।

মেহেরপুরের মত ছোট মফস্বল শহরে নকলের ব্যাপক সুবিধার আশায় দূর-দুরান্ত থেকে সুযোগ সন্ধানী অসৎ ছাত্ররা শেষ মুহূর্তে এই কলেজে এসে ফরম পূরণ করে পরীক্ষা দেয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজের আসন স্বল্পতা ও শিক্ষকের অভাবের কথা জেনেও এসব সুযোগ সন্ধানীদের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দেন। পরীক্ষার হলে নকলে বাধা পেয়ে এসব ছাত্ররাই গোলযোগের সৃষ্টি করে, ফলে পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়ে যায়।

এই সমস্ত কারণেই মেহেরপুরের ডিগ্রী পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। ফলে, মেহেরপুর জেলার ৪টি কলেজের শত শত ছাত্র-ছাত্রী এক অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। সামনে আরও একটি পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। কিন্তু তারা জানে না— আদৌ এই পরীক্ষা দিতে পারবে কি-না। সুতরাং বিগত ঘটনার একটি সুস্ঠু তদন্ত হওয়া উচিত। যাতে প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে মেহেরপুর কলেজের সুস্ঠু পরিবেশ ফিরে আসে এবং আগামী পরীক্ষাসমূহ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। মেহেরপুর কলেজের শিক্ষক স্বল্পতাসহ যাবতীয় সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসুক। এই আমাদের প্রত্যাশা।

নফিজ উদ্দিন খান